বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি - ০৭ /০৮/২৩

আনন্দবাজার পত্রিকায় অধ্যাপক রজতরায়ের প্রতিবেদন (০৭ /০৮/২৩) একপেশে । তিনি আজকের বিশ্বভারতীর উপাচার্যের শিক্ষক, তাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশ্বভারতী তাঁর বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। মতবিরোধের কারণ অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের জমি নিয়ে মতদ্বৈততা। এই ব্যাপারটা এখন আদালতে বিচারাধীন। তাই এই নিয়ে কোনকিছু বলা সমীচীন হবে না। শুধুমাত্র নথিপত্রের উপর ভিত্তি করে কিছু তথ্য জনসমক্ষে আনা প্রয়োজন।

অধ্যাপক রজতরায় উপাচার্য থাকাকালীন অধ্যাপক সেনের থেকে বাংলায় লেখা একটা চিঠি পান ৩১/১০/২০০৬ তারিখে। সেখানে অধ্যাপক রায়কে অধ্যাপক সেন সম্বোধন করেছেন 'স্নেহের রানা' বলে। কারণ অধ্যাপক রায় ওনার কাছে 'রানা' হিসাবে পরিচিত। চিঠিটা আমাদের কাছে আছে। সেখানে অধ্যাপক সেন তাঁর 'রানা'কে অনুরোধ করেছেন তার লিজভুক্ত জমিটা হস্তান্তরিত করার জন্য। সেই হস্তান্তর হয় কর্মসমিতির সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৭/১০/২০০৬ এ। সেই সভার সিদ্ধান্তলিপিতে পরিষ্কার লেখা আছে যে যদিও অধ্যাপক সেনের প্রাপ্য ১.২৫ ডেসিমেল জমি; তাঁকে দেওয়া হল ১.৩৮ ডেসিমেল জমি। অর্থাৎ ১৩ ডেসিমেল জমি বেশী দেওয়া হল। মজার বিষয় সেই সভার সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং অধ্যাপক রজত রায় মহাশয় । অর্থাৎ তিনি স্বজ্ঞানে এই অন্যায়টা করেছেন। আজ যখন এই ব্যাপারটা নিয়ে বিশ্বভারতীকে নিন্দেমন্দ করেন, তখন বাংলার প্রবাদ – 'চোরের মায়ের বড় গলা'–সত্যি মনে হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যারাই বিশ্বভারতীর জমি জবরদখল করে আছেন তাঁদের সবাইকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। এই লিস্টে পশ্চিমবঙ্গের অনেক রাঘববোয়াল আছেন। যেহেতু অধ্যাপক সেন এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টিকে সংবাদ-মাধ্যমের মাধ্যমে জনসমক্ষে নিয়ে গিয়েছেন –তাই সবাই এই বিষয়টা নিয়ে আজ অবগত। বিশ্বভারতী অবৈধভাবে জমি দখলদারীদের রেয়াত করবে না। এ বিষয়ে বিশ্বভারতীর প্রশাসন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

একটা বক্তব্য রেখেছেন অধ্যাপক রায় – যে অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং বিশ্বভারতীর স্বার্থরক্ষা করা মানে গৈরীকরণের পদক্ষেপ। আমরা জানিনা উনি এর ব্যাখ্যা কি ভাবে করবেন। অন্যায়ভাবে জমি কব্জা করা, জমি উদ্ধার করা কি করে রাজনীতির রঙ লাগতে

পারে আমাদের বোধগম্য হল না। কেউ যদি জবরদখল করে ওনার জমি বা বাড়ী দখল করেন,তিনি কি চুপ করে বসে থাকবেন ? আমাদের প্রশ্ন। যদি অন্যায় ব্যবস্থা উৎপাটন করা গৈরীকরণ তাহলে বুঝতে হবে বয়সের ভারে ওনার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। ওনার সন্ন্যাস নেওয়াই ভাল।

তিনি অভিযোগ করেছেন যে বিশ্বভারতী সমস্যাসংকুল । সত্যিই তো। উনি উপাচার্য ছিলেন সেই অভিক্ষতা তিনি 'দেশ' পত্রিকায় (১৭ / ৮ /২০১৯) লিপিবদ্ধ করেছেন। জানিনা, যা লিখেছিলেন তা ওনার মনে আছে কি না? কতটা দায়িত্ব নিয়েছিলেন। শুনেছি উনি, ছাতিমতলায় বসে মহর্ষির নির্দ্দেশের অপেক্ষায় থাকতেন। তা নিয়ে তৎকালীন সংবাদ মাধ্যমে যথেষ্ট ব্যঙ্গাত্মক সংবাদ ছাপানো হয়েছিল। তিনি কতদিন মন্দিরের উপাসনায় বসেছিলেন – জানতে ইচ্ছা করে। কতদিন ভোরবেলায় বৈতালিকে অংশগ্রহন করেছিলেন? কত টাকা চিকিৎসা বাবদ নিয়েছিলেন। দুর্নীতির সাথে আপোষ করেন নি? কখনও জানতে ইচ্ছা করে যে কতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতেন? যদিও আজকের প্রশাসনের কাছে সব তথ্য আছে। এটাও ঘটেছিল - যে একজন ছাত্রী তার হোস্টলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন নি, কারণ দক্ষিন ভারতের কোন শহরে তিনি তখন তাত্ত্বিক আলোচনায় মগ্ন। তৎকালীন মাননীয় রাজ্যপাল, শ্রী গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশ্বভারতীতে আসেন। কি দায়িত্ববান উপাচার্য বিশ্বভারতী পেয়েছিল?

আজকের বিশ্বভারতী নিয়মে আবদ্ধ। যা কিনা অতীতে ছিল না। রাজনীতির আখড়া হয়ে গিয়েছিল। অধ্যাপক রায় কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ তছরূপ হয়েছিল। অডিটের আপত্তি ছিল। যার জন্য আজকের প্রশাসনকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে। তাই অনুরোধ করি সাদা চোখে আজকের বিশ্বভারতীকে দেখুন। রঙিন চশমা পড়ে বাবলু কাকুর কার্যকলাপ সঠিক ভাবে নজরে আসবে না।

পরিশেষে বলি, বিশ্বভারতীকে সঠিক পথে আনার পিছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। কোন রাজনৈতিক দলের মদত নেই। একেবারে সাধারণ ব্যাপার। যা আগের উপাচার্যরা কোন কারণের জন্য বা ভয়ে যে যে পদক্ষেপ নিতে চাননি, এই প্রশাসন তাই নিয়েছে। তাই আধিকারিক এবং কর্মচারীরা সবাই সময়মত অফিস করছেন। ওভার টাইম বন্ধ হয়েছে। ক্লাসে শিক্ষক আসছেন। বিশ্বভারতীতে স্বাভাবিক অবস্থা বর্তমান। যা কিনা অধ্যাপক রজত রায় উপাচার্য থাকাকালীন প্রায় অভাবনীয় ছিল। শিক্ষক নিয়োগের জন্য যারা আসেন তারা উপাচার্য ছাড়া অন্য কেউ চয়ন করেন না যা কিনা আগে ছিলনা – অনেকেই বলেন।

অধ্যাপক সেন বিশ্ববরেণ্য। আমরা ওনার পাণ্ডিত্যের কদর করি। কিন্তু অধ্যাপক রায়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে ব্যাক্তি বড় না প্রতিষ্ঠান বড়। বিশ্বভারতী সেই প্রতিষ্ঠান যা কিনা তৈরী করেছেন আরেকজন সর্বকালের মহাপুরুষ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁকে অসম্মান করে, অন্যান্য অন্যায়কারীদের সমর্থণ করা কি কোন প্রাক্তন উপাচার্যদের শোভা পায়। আর রাজনীতিকরণের দোহাই দিয়ে নিজের অকর্মনত্যা কি ঢাকা যায়। এটা যেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।

আমাদের লড়াই ঐ সমস্ত অশুভ শক্তিদের বিরুদ্ধে যারা বিশ্বভারতীকে কলুষিত করছে। তিনি যতই বিখ্যাত হোক কেন, বিশ্বভারতীর চোখে এই সমস্ত মানুষগুলো কখনই সম্মানের যোগ্য নয়। যিনি জমিদখলকারী তাকে বিশ্বভারতী কখনোই ক্ষমা করবে না। জমি পুনরুদ্ধারের জন্য যা যা পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তা নিতে দ্বিধা করবে না। তাই সংবাদপত্রে কি লেখা হল বা কি মতামত দেওয়া হল তার কোন মূল্য নেই কারণ যারা মতামত দেন, প্রাক্তন উপাচার্য হলেও, তারা স্বার্থান্বেষী। আজকের প্রতিটা পদক্ষেপ ঐতিহাসিক। ইতিহাস অবজ্ঞা করে ঐ সমস্ত মানুষদের যারা অন্যায়ের সাথে আপোষ করে নিজের আখেড় গোছায়। কিন্তু যারা সমাজের অবক্ষয় রোধ করতে চেষ্টা করে তাঁরা চিরদিনে মানুষের হৃদয়ে থাকে। অধ্যাপক রজত রায় একজন স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ। তাঁকে এই সত্যটা মনে করানোর প্রয়োজন নিশ্চয় নেই। তাই, আশা করি, যাঁরা সমাজকে ভুল তথ্য দিচ্ছেন তাঁরা নিরত হয়ে বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করবেন।

মহুয়া ব্যানার্জী

মহুয়া ব্যানার্জী
জনসংযোগ আধিকারিক (ভারপ্রাপ্ত)
বিশ্বভারতী

প্রভারী / In-charge
जनसंम्पर्क / Public Relations
विश्वभारती / Visva-Bharati